প্রথম আলো

তারিখ ... 31 MAR 2016 ...
পৃষ্ঠা ...২০... কলাম ...৬...

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

অতিথি করা নিয়ে দ্বন্দ্ব থেকে খুন?

সুজন ঘোষ, চট্টগ্রাম ●

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা নিয়ে গত বছরের জুলাই মাস থেকে চট্টগ্রামের বর্তমান ও সাবেক মেয়রের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এর প্রভাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁদের অনুসারী ছাত্রদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে ওই দুই নেতার মধ্যে কে অতিথি হবেন—এ নিয়ে ছাত্রদের দুই পক্ষের মধ্যে সম্প্রতি নতুন করে দ্বন্দ্ব তৈরি হয়। গত মঙ্গলবারের ছাত্র খুনের নেপথ্যে এই দ্বন্দ্ব কাজ করেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিবিএ (ব্যবসায় প্রশাসন) ২৩তম ব্যাচের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কে অতিথি হবেন, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। এক পক্ষ সিটি করপোরেশনের বর্তমান মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনকে অতিথি করার দাবি জানায়। অন্য পক্ষ সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীকে অতিথি করতে চায়। সমঝোতা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত উপাচার্যকে প্রধান অতিথি করা হয়। কিন্তু বিরোধ থেকেই যায়। এর জের ধরে গত মঙ্গলবার নাসিম আহমেদ ওরফে সোহেলকে (২৪) হত্যা করা হয়েছে। সোহেল বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএর ছাত্র ও নগর ছাত্রলীগের সদস্য ছিলেন। ছাত্রলীগের রাজনীতিতে আ জ ম নাছিরের অনুসারী ছিলেন তিনি। আর হত্যাকাণ্ডের জন্য মহিউদ্দিনের অনুসারীদের দায়ী করা হচ্ছে।

গত বছরের ৩০ এপ্রিল আ জ ম নাছির উদ্দীন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হলেও আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব নেন জুলাই মাসে। তিনি নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকও। অপর দিকে মহিউদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের বর্তমান সভাপতি।

মেয়র থাকাকালে ২০০২ সালে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন মহিউদ্দিন চৌধুরী। ওই সময় তিনি ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০১০ সালের জুনে অনুষ্ঠিত সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। তখন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হন নতুন মেয়র মোহাম্মদ মনজুর আলম। তবে বিদায়ী মেয়র হিসেবে মহিউদ্দিন চৌধুরী তখন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন। মনজুর আলম মেয়র থাকার সময় প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার কর্তৃত্ব কার্যত মহিউদ্দিন চৌধুরীর কাছে ছিল বলে জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তবে তিনি নাম উদ্ধৃত করতে চাননি।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ২

অতিথি করা নিয়ে দ্বন্দ্ব থেকে খুন?

শেষ পৃষ্ঠার পর

গত বছরের ১৪ জুলাই প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য প্যানেল প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাতে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়রকে চিঠি দেয় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। ২৬ জুলাই দায়িত্ব গ্রহণের দুই দিন পর আ জ ম নাছির ইউজিসির চিঠি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে উপাচার্য অধ্যাপক অনুপম সেন এবং ঊর্ধ্বতন দুই কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেন। এর চার মাস পর প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে সিটি করপোরেশনের সম্পৃক্ততা ও হস্তক্ষেপ কেন অবৈধ নয়, তা জানতে চেয়ে গত বছরের ৯ ডিসেম্বর হাইকোর্টে রিট করেন সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী। রিট আবেদনে তিনি উল্লেখ করেন, সিটি করপোরেশনকে চিঠি দিয়ে মঞ্জুরি কমিশন বেআইনি কাজ করেছে।

জানতে চাইলে মহিউদ্দিন চৌধুরীর আইনজীবী ও তাঁর ছেলে মহিবুল এইচ চৌধুরী বলেন, রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি শেষে আদালত পূর্ণাঙ্গ শুনানি না হওয়া পর্যন্ত করপোরেশনকে দেওয়া চিঠির কার্যক্রম স্থগিত করেছেন। একই সঙ্গে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে মহিউদ্দিন চৌধুরীর অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের বাধা প্রদানের ব্যাপারে সিটি করপোরেশনের ওপর অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞাও জারি করেন। গত ৭ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ হাইকোর্ট বিভাগে মহিউদ্দিন চৌধুরীর পক্ষে দেওয়া আদেশ বহাল রাখা হয় বলে তিনি জানান।

আইনজীবী মহিবুল এইচ চৌধুরী বলেন, রিট নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সিটি করপোরেশন প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

তবে প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা নিয়ে কোনো ধরনের বিরোধ থাকার কথা অস্বীকার করেছেন সিটি করপোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন। এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না। আর আমার সঙ্গে মহিউদ্দিন ভাইয়ের কোনো বিরোধ নেই। আমরা তো সব সময় একসঙ্গে সভা-সমাবেশ করছি।'

গতকাল চট্টগ্রামের লালদীঘি মাঠে নিহত নাসিমের আত্মার মাগফিরাত কামনায় অনুষ্ঠিত এক দোয়া অনুষ্ঠানে মহিউদ্দিন চৌধুরী বলেন, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে একটি মহল এই ঘটনা (হত্যাকাণ্ড) ঘটাতে পারে। তিনি ভিডিও ফুটেজ দেখে খুনিদের শনাক্ত করার দাবি জানান।

অন্যদিকে নগর ছাত্রলীগের একটি অংশ গতকাল দুপুরে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে দাবি করে, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়কে গ্রাস করার জন্য একটি চক্র তা নিজের সম্পত্তি দাবি করে আদালতে মামলা করেছে। সংবাদ সম্মেলন করা নেতারা মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসম্পাদক আবদুল্লাহ আল মামুন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা সবাই জানতাম, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে সিটি করপোরেশন পরিচালিত একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। কিন্তু নাছির ভাই মেয়র হওয়ার সাবেক মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরী এই বিশ্ববিদ্যালয় নিজের কর্তৃত্বে নেওয়ার চেষ্টা শুরু করেন। এতে আমাদের মধ্যে ক্ষোভ-বিক্ষোভ শুরু হয়। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে গত মঙ্গলবার।'

প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা নিয়ে সাবেক ও বর্তমান মেয়রের বিরোধ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি উপাচার্য অধ্যাপক অনুপম সেন। তিনি বলেন, বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন।